সব কিছুতে নয় ছয়

বদর উদ্দিন মোঃ সাবেরী

।।এক।।

তোর সব কিছুতে নয় ছয়
এই জালা কি প্রানে সয়
এমন করলে বল সখি
প্রেম কেমনে হয় ।

-----একটি কর্ণসুখী গান

সঙ্গমের সময়ে সিফিলিস ধরা পড়ে

সবকিছুই আমরা চাছাছোলা পেতে চাই । এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে বিপরীতে ঘটে আধ্যাত্যিকতা, মিস্টিসিজম, বুদ্ধির বিরুদ্ধে অস্পষ্ট প্রতিক্রিয়া,চিন্ত্মার সঙ্গতি ও স্বচ্ছতার পরিবর্তে অস্বচ্ছতা, ইনট্যুইশনকে বুদ্ধির ওপরে স্থান দেওয়া, ইত্যাদি । তাহলে দুই নম্বর সংগ্রাম হচ্ছে বুদ্ধির বিরুদ্ধে এইসকল কাপুরুষ প্রতিক্রিয়ার হামলা রোখা। অর্থাৎ একদিকে বুদ্ধিবাদীর ইমারত আর অন্যদিকে স্বজ্ঞানবাদী ইনট্যুইশনবাদী মিনারের বিপরীতে আমাদের দাঁড়াতে হচ্ছে। দাঁড়াতে হবে (ফরহাদ মজহার)। এক নম্বর সংগ্রামের কথায় পরে আসা যাক।

দিনানিপাত অহর্নিশি, উন্নিদ্র রজনী কখনও বিভাবরী চিত্ত বৈকল্যের জন্ম দেয় কি? নিয়তি হেসে যায় অলক্ষ্যে । আবেগের যন্ত্রনায় হাত বাড়ায় কৃষ্ণ রজনী। রমনে মথিত হয় দুটি দেহ, একজন নারী আরেকজন নর, পৃথিবীর আদিমতম ক্রিয়ায় শীৎকার, ভালবাসায় জন্ম হয় স্বর্গীয় ভালবাসা। কিন্তু একজন নারী জানান সঙ্গমের পরক্ষনেই সিফিলিস ধরা পড়ে। তার চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রাপ্ত জ্ঞান তাকে জ্ঞাত করে সদ্য সঙ্গমতৃপ্ত তার বিবাহিত পুরুষটি রুপোপজিবীনী কর্তৃক যৌন ক্রয় বিক্রয়ের এক নিয়মিত ক্রেতা ছিলেন, সঙ্গম অব্যহতি পরক্ষনেই গৃহের ক্ষীন আলোয় তার লিঙ্গ নিরীক্ষন নিশ্চিত করে কবি সিফিলিসে আক্রান্ত। সেই হতভাগা কবি উপরে চলে গেছেন বহু আগে আর যৌনরোগাক্রান্ত্ম তার সৌভাগ্যবতী কবিনি (মহিলা কবি) ওপাড়ে চলে গেছেন তারও পরে। পুরোনো পাঁচালী তবুও জানান দিয়ে যাই অনেক ঘাট ঘুঠ ঘেটে এখন তিনি কলকাতায় থিতু হয়েছেন। ফলাফল, কলকাতার ইমাম সাহেব ও তার ওপর বেজায় চটেছেন ফের বেফাস কিছু মন্ত্মব্যের জন্য। বুদ্ধিজীবি তিনি কখনও ই নন, রূপোজীবী হলেও হতে পারেন। এত কথা বলার অর্থ আমাদের চিন্ত্মা চেতনায়, প্রজ্ঞা, মেধা ও মননে সর্বদাই পরনীর্ভরশীলতা, মায় কি সিদ্ধান্ত্মসমুহে ও। আমদানীকৃত বুদ্ধি, চিন্ত্মা প্রজ্ঞা আমাদের দাস বানিয়ে রাখবে, প্রচ্ছন্ন ও স্বকীয় চিন্ত্মার ব্যহত হবে ক্ষনে ক্ষনে। সেইরকম সিদ্ধান্তহীনতায় আমরা ভুগি আড়াই বৎসর, আগামীতে আরও ষাট মাস নিশ্চিন্ত্ম করনের ক্ষনেই হবে ক্ষন ২১,০০০ কোটি টাকার সিদ্ধান্ত। সবকিছুই বুদ্ধি, চিন্তা, প্রজ্ঞা এবং সিদ্ধান্তহীনতার চরম ঔপনেবেশিক চিন্ত্মার বহিপ্রকাশ। পুঁজির গতি রোখে সাধ্য কার। ঔপনিবেশিকতার চরিত্র ইতিহাসের যাত্রাপথে, স্বাধীনতা মানুষের থাবায় চরিত্রে করেছে খোলস পরিবর্তন, নয়া ঔপনিশবাদী, সাম্রাজ্যবাদী, ধর্ষনের নয়া নমুনা পুজির সীমান্ত্ম অতিক্রম। পুজির আমাদের একেবারে অপাংক্তেয় এ কথা বেজায় বিলক্ষন,

তাই বলে শর্ত সমুহে নাকের নোলক হাতের বাজু সমর্পনে বিধবার বেশ কখন ও কাম্য হতে পারে না ।

'দুই থেকে আড়াই, আড়াই থেকে তিন' টাটার এ বিনিয়োগ যুগপোযোগী ও ঐতিহাসিক সন্দেহ নাই, তাই বলে যে কোন শর্তে আপোষকামী শর্ত জনগনকে অন্ধকারে রেখে হতে পারে না। এখনও দোমনা বাতিল নয় স্থগিত, পরবর্তী সরকারের বিবেচনায় রেখে দেই, নিজেরা আসলে তো কথাই নেই, যজ্ঞ ভোগের ভাগ ঠিক বুঝে নেওয়া হবে, এখন চূড়ান্ত্ম সিদ্ধান্ত্ম দিতে বাধা কোথায়, বাধা একটাই, ভোটের ভয়, আরেক বাধা বৃহৎ দাদা ভাইকে ক্ষমতার অন্ত্মিম ক্ষনে, না গোস্বা করানো। যেই আসুন না কেন পরবর্তীতে ক্ষমতায়, ভুখা, অর্ধভুখা, নাঙ্গা, অর্ধনাঙ্গা, মঙ্গা, সবার রক্ত কণ্ঠ দাবী, আমাদের গ্যাস আমরা বেশী দামে কিনবনা,

আমাদের গ্যাসের পর্যাপ্ত মওজুদের সঠিক ও ন্যায্য হিসাব চাই, অন্তত পক্ষে আগামী অর্ধ শতাব্দীর পর্যাপ্ত গ্যাসের মওজুদ জনগনের জন্য নিশ্চিতকরন সাপেক্ষে, বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত্ম গ্রহন। প্রকৃতি ও জীব বৈচিত্রের ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার বিন্দুমাত্র আশংকা থাকে এমন বিনিয়োগে নির্দ্বিধায় না বলা ।

উপরোক্ত সবকিছুর সিদ্ধান্ত্ম গ্রহনে চাই মেধা মনন, চিন্তা শক্তির, সর্বোপরী নিজস্ব রাজনৈতিক দর্শন ও চেতনার জাগতিক বহিপ্রকাশ, অন্যথায় দাস হিসেবে একটি জাতির আবির্ভাব হবে যা কোনমতে কাম্য নয়। আধুনিক যুগের দাস কি এবং কারা, আবারও ফরহাদ মজহারের দারস্থ হয়ে আমরা জানতে পারি, বিশুদ্ধ, পারফেক্ট, নিখুত, প্রভৃতি ধারনা ভয়ংকর বিপজ্জনক। কিন্ত্মু তথাকথিত 'স্বাভাবিক' মানুষ যখন অলস, হাবা এবং বোকা হয় এবং তত্ত ও জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রতি উন্নাসিক ভাব পোষণ করে তখন তাদের দাস বলা হয়। এটা কিন্তু গালি নয়, বর্ণনা। কিন্তু কথা হচ্ছে দাস গালি, বর্ণনা কেন হবে? কারনটা এই গালি সিরিয়াস ব্যাপার নয়, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক বৈশিষ্ট সম্পর্কে শ্রেণীকরন করার জন্যে কেউই গালি ব্যবহার করবে না। তার মানে দাস একটি সিরিয়াস ব্যাপার। দাস-ব্যবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার পরেও এই শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে এক ধরনের মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বৈশিষ্ট ব্যাখ্যা করার জন্য। কথা সত্যি, কিন্তু কি সে বৈশিষ্ট? বুদ্ধি থাকা সত্তেও বুদ্ধির চর্চ্চা না করা। এবং যেহেতু নিজে চর্চা করি না অতএব অন্যদের চর্চাকে হেয় করা, ছোট করা তুচ্ছতাচ্ছিল্ল্য জ্ঞান করা। মোদ্দা কথা দাসত্ব হচ্ছে জ্ঞানের জগতে নিজে সক্রিয় না থেকে নিজে সিদ্ধান্ত্ম গ্রহন করার সাধনা না করে অন্যের সিদ্ধান্ত্ম অন্যের কথা মত চলা। এত মেধা, স্বাধীন একটি জাতি, এবং সর্বোপরি, এশিয়ার মাঝে অন্যতম ধনী আমাদের রাজপুত্রটি থাকতে আমরা যেন দাস না হই, সগর্বে নিজস্ব মেধা ও জ্ঞান ক্ষয় করে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ যেন আমরাই ব্যবহার করতে পারি সে লক্ষ্যেই হোক আমাদের পরবর্তী মঞ্জিল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

বঃ মঃ সাবেরী, এ্যাডেলেইড, দঃ অষ্ট্রেলিয়া